যুগান্তর

তারিখ ... 25 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ৩ ...

জঙ্গি প্রতিরোধে ঢাবিতে আজ স্মরণকালের বড় মানববন্ধন

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় কমিটির পরামর্শ

যুগান্তর রিপোর্ট

সব ধরনের প্রশাসনিক ও ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ রেখে জঙ্গিবাদ ও জঙ্গি তৎপরতার বিরুদ্ধে আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার মানববন্ধন করছে ক্যাম্পাসে। অপরদিকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ কার্যকরভাবে মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় প্রতিরোধ কমিটি গঠনের দাবি জানিয়েছেন শিক্ষকরা। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জঙ্গিবিরোধী সচেতনতামূলক মতবিনিময় সভাসহ নানা কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির প্রস্তাবে আজকের মানববন্ধন কর্মসূচি আয়োজন করেছে কর্তৃপক্ষ। রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সমিতি বলেছে, নীলক্ষেত মোড় সংলগ্ন গণতন্ত্র মুক্তি তোরণ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি চিরন্তন ভাস্কর্য, ফুলার রোড, শহীদ মিনার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠের সামনের রাস্তা, কলা ভবনের সামনের রাস্তা, চারুকলা অনুষদ, টিএসসি, রাজু ভাস্কর্য বাংলা, একাডেমি, চানখাঁরপুল শহীদুল্লাহ হলের গেট থেকে দোয়েল চত্বর হয়ে শিক্ষাভবন পর্যন্ত বিস্তৃত হবে কর্মসূচি। ভিসি, প্রোভিসি ও শিক্ষক নেতারা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি চিরন্তন ভাস্কর্যের সামনে অবস্থান নেবেন। শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক এএসএম মাকসুদ কামাল বলেন, জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা স্মরণকালের বৃহৎ মানববন্ধন করব। ক্যাম্পাসের সব রাস্তায় থাকবে এর বিস্তৃতি।

শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট : রোববার সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংগঠনটির বিশেষ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে শিক্ষক নেতারা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ কার্যকরভাবে মোকাবেলা করতে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় প্রতিরোধ কমিটি গঠনের দাবি জানান। শিক্ষাঙ্গনে উগ্রচিন্তা, হঠকারিতা ও সন্ত্রাসের আশংকা মুক্ত রাখতে সংবাদ সম্মেলনে ৫ প্রস্তাব ও শিক্ষার উন্নয়নে ৮ সুপারিশ করা হয়। ৫ দফা প্রস্তাব হচ্ছে— উচ্চশিক্ষা পূর্ববর্তী স্তরের প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা, শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে কিভাবে পাঠদান করেন তার মূল্যায়ন, ইউনেস্কোর সুপারিশের আলোকে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের নিয়ে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনার সংস্কার, স্কুল-কলেজে চালু ক্লাস রুটিন সংস্কার এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সারা বছর সাংস্কৃতিক কর্মসূচির আয়োজন। এতে বক্তারা গণসাক্ষরতা অভিযানের সমীক্ষার তথ্য উল্লেখ করে বলেন, ২৩ শতাংশ প্রাথমিক স্কুলে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় না। ৯ শতাংশ স্কুলে পতাকা উত্তোলন হয় না। ৪৫ শতাংশ প্রতিষ্ঠানে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নেই। ৪১ শতাংশে ক্রীড়া এবং ৭১ শতাংশে স্কাউটিং হয় না।

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি : ইউনিভার্সিটির অডিটোরিয়ামে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শান্তি সমাবেশ ও মতবিনিময় সভা' অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তারা, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ রুখতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ওপর নজরদারি বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা-১৩ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক। তিনি বলেন, একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কিভাবে গোলাম আযম, নিজামীর মতো যুদ্ধাপরাধীদের ছেলেরা শিক্ষকতার সুযোগ পায় সে বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় জবাব দিতে পারেনি।

স্বাগত বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজ (বিওটি) চেয়ারম্যান কাজী জামিল আজহার বলেন, 'জঙ্গি হামলার পর শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক, পরিচালনা পর্ষদ সবার মধ্যে সচেতনতা এসেছে। আমরা উচ্চশিক্ষা ও মানুষ গড়ার পক্ষে আর জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে জঙ্গিবাদ রুখতে আমরা নজরদারি বাড়িয়েছি। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভিসি অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান, বিওটি সদস্য স্থপতি ইকবাল হাবিব, তেজগাঁও জোনের উপ-পুলিশ কমিশনার বিপ্লব কুমার সরকার, মোহাম্মদপুর জোনের সিনিয়র উপ-সহকারী পুলিশ কমিশনার হাফিজ আল ফারুক, মোহাম্মদপুর থানার ওসি মো. জামাল উদ্দিন, ওয়ার্ড কমিশনার তারিকুজ্জামান রাজিব প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।